বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ

বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
ঢাকা ।

বাংলাদেশ ব্যাংক ওয়েব সাইট ঃ www.bangladeshbank.org.bd

জ্যৈষ্ঠ ২৪, ১৪১৭ বাং
তারিখ ঃ ----------------
জুন ০৭, ২০১০ ইং

এফ,ই সার্কুলার নং ১২

বৈদেশিক মুদ্রায় লেনদেনের
সকল অনুমোদিত ডিলার ।

প্রিয় মহোদয়গণ,

রপ্তানি খাতের উন্নয়নে সরকার কর্তৃক ঘোষিত দ্বিতীয় প্রণোদনা প্যাকেজের গৃহীত পদক্ষেপ বাস্তবায়ন প্রসংগে ।

শিরোনামোক্ত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক জানানো যাইতেছে যে, দ্বিতীয় প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় বস্ত্র/বস্ত্রজাত পণ্য রপ্তানির বিপরীতে নিম্নোক্ত সুবিধা প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে ঃ

১। ইউএসএ, কানাডা ও ইইউ ব্যতিত অন্য যে কোন বাজারে বস্ত্র/বস্ত্রজাত সামগ্রী এবং যে কোন বাজারে বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস এসোসিয়েশন (বিটিএমএ) এর সদস্য মিলে উৎপাদিত প্রত্যক্ষ সুতা রপ্তানি আয়ের বিপরীতে দ্বিতীয় প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় বর্ধিত প্রণোদনা সুবিধা প্রদেয় হইবে । এই প্রণোদনা সুবিধা জুলাই ০১, ২০০৯ তারিখ হইতে জুন ৩০, ২০১২ তারিখ পর্যন্ত সময়কালে জাহাজীকৃত পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে । বর্ধিত সুবিধা পরিশোধের বিষয়ে অনুসরণীয় নির্দেশাবলী নিম্নরূপ ঃ

(ক) সংশ্লিষ্ট পণ্য ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরের রপ্তানির ক্ষেত্রে ৫% (পাঁচ শতাংশ) হারে, ২০১০-২০১১ অর্থ বছরের রপ্তানির ক্ষেত্রে ৪% (চার শতাংশ) হারে এবং ২০১১-২০১২ অর্থ বছরের রপ্তানির ক্ষেত্রে ২% (দুই শতাংশ) হারে বর্ধিত প্রণোদনা সুবিধা প্রদান করা হইবে ।

(খ) বর্ধিত প্রণোদনা সুবিধা এফ,ই সার্কুলার নং ০৯, তারিখ মার্চ ০৫, ২০০১ এবং পরবর্তীতে জারিকৃত সংশ্লিষ্ট এফ,ই সার্কুলার/সার্কুলার পত্রের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রদেয় হইবে । আলোচ্য সার্কুলারের নির্দেশনা অনুযায়ী রপ্তানি মূল্য প্রত্যাবাসনের তারিখ হইতে ১৮০ দিনের মধ্যে নগদ সহায়তার জন্য আবেদনপত্র দাখিল করিতে হইবে । তবে যে সকল ক্ষেত্রে চলতি (২০০৯-২০১০) অর্থ বছরে সংশ্লিষ্ট পণ্য রপ্তানির বিপরীতে আলোচ্য প্রণোদনা সুবিধার আবেদনপত্র দাখিলের জন্য ইতিমধ্যে উক্ত ১৮০ দিন অতিবাহিত হইয়াছে সে সকল ক্ষেত্রে এই সার্কুলার জারির তারিখের ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে উক্ত প্রত্যাবাসিত রপ্তানির মূল্যের বিপরীতে বর্ধিত প্রণোদনার আবেদনপত্র বিবেচনাযোগ্য হইবে ।

(গ) বর্ধিত প্রণোদনা সুবিধা প্রদানের পূর্বে প্রতিটি আবেদনপত্র বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত অডিট ফার্ম দ্বারা নিরীক্ষা করাইয়া লইতে হইবে । তবে নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পাদনের পূর্বে নগদ সহায়তা/রপ্তানি ভর্তূকী পরিশোধের বিষয়ে সেপ্টেম্বর ০৮, ২০০৯ তারিখে জারিকৃত এফই সার্কুলার নং ১৫ এর নির্দেশনা পরিপালনীয় হইবে ।

২। দ্বিতীয় প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় ক্ষুদ্র ও মাঝারি বস্ত্রশিল্পের জন্য বিশেষ সুবিধা স্বরূপ অতিরিক্ত নগদ সহায়তা প্রদেয় হইবে । অতিরিক্ত নগদ সহায়তা সুবিধা পরিশোধ নিষ্পত্তির কার্যক্রমে অনুসরণীয় নির্দেশাবলী নিম্নে বিবৃত হইল ঃ-

(ক) ২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরে যে সকল উৎপাদনকারী-রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান ৩.৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার পর্যন্ত মূল্যের বস্ত্র/বস্ত্রজাত সামগ্রী রপ্তানি করিয়াছে এবং কোন বৃহৎ বস্ত্র শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিকানাধীন নহে এমন প্রতিষ্ঠানসমূহ ক্ষুদ্র ও মাঝারি বস্ত্র শিল্প হিসাবে সংজ্ঞায়িত হইবে । যে সকল ক্ষুদ্র ও মাঝারি বস্ত্র শিল্প প্রতিষ্ঠান এফ,ই সার্কুলার নং ০৯, তারিখ মার্চ ০৫, ২০০১ এবং পরবর্তীতে এতদসম্পর্কিত জারিকৃত সংশ্লিষ্ট এফ,ই সার্কুলার/সার্কুলার

চলমান পাতা - ০২

পত্রের নির্দেশনা অনুযায়ী ২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরে বস্ত্র/বস্ত্রজাত সামগ্রী রপ্তানির বিপরীতে ৫% (পাঁচ শতাংশ) হারে নগদ সহায়তা গ্রহণ করিয়াছে কিংবা সংশ্লিষ্ট আবেদন বিবেচনাধীন রহিয়াছে সেই সকল ক্ষুদ্র ও মাঝারি বস্ত্র শিল্প প্রতিষ্ঠান উক্ত অর্থ বছরের (২০০৮-২০০৯) রপ্তানির বিপরীতে অতিরিক্ত ৫% (পাঁচ শতাংশ) হারে নগদ সহায়তা পাইবে ।

(খ) অতিরিক্ত নগদ সহায়তা সুবিধা গ্রহণের প্রাপকপক্ষগণ ২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরের রপ্তানির বিপরীতে সংশ্লিষ্ট অনুমোদিত ডিলার ব্যাংক শাখায় পূর্বে দাখিলকৃত পৃথক পৃথক আবেদনপত্রের তথ্য একীভূত আকারে এফ,ই সার্কুলার নং ৯/২০০১ এর সহিত সংযুক্ত আবেদন ফরমে সংশ্লিষ্ট অনুমোদিত ডিলার ব্যাংক শাখায় অতিরিক্ত নগদ সহায়তার জন্য আবেদনপত্র দাখিল করিতে পারিবেন । ক্ষুদ্র ও মাঝারি বস্ত্র শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিবেচিত হওয়া এবং কোন বৃহৎ বস্ত্র শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিকানাধীন না হওয়া সম্পর্কে বিজিএমইএ/বিকেএমইএ কর্তৃক প্রত্যয়ন সনদ দ্বারা সমর্থিত ঘোষনা পত্র এবং ২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরের রপ্তানি বিবরণী (প্রযোজ্য দলিলাদিসহ) আবেদনপত্রের সহিত দাখিল করিতে হইবে । বিজিএমইএ ও বিকেএমইএ কর্তৃক সরবরাহকৃত তালিকা অনুযায়ী ক্ষুদ্র ও মাঝারি বস্ত্র শিল্প প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ আলোচ্য সুবিধা প্রাপ্য হইবে ।

(গ) অনুমোদিত ডিলার ব্যাংক শাখাকে অতিরিক্ত নগদ সহায়তার প্রাপক পক্ষের দাখিলকৃত আবেদনপত্রে উল্লেখিত তথ্যের সহিত পূর্বে দাখিলকৃত আবেদনপত্রসমূহের তথ্য/দলিলাদি পরীক্ষান্তে নিশ্চিত হইয়া লইতে হইবে ।

(ঘ) ২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরের রপ্তানি কার্যক্রম বিবেচনায় আবেদনকারী প্রতিষ্ঠান ক্ষুদ্র ও মাঝারি বস্ত্র শিল্পের অন্তর্ভূক্ত এবং আবেদনপত্র পরীক্ষান্তে নিশ্চিত হইয়া ব্যাংক শাখা তাহার নিজস্ব রেকর্ড হইতে ইতিপূর্বে দাখিলকৃত আবেদনপত্রের বিপরীতে বহিঃনিরীক্ষক কর্তৃক ইস্যুকৃত প্রত্যয়ন পত্র মোতাবেক অতিরিক্ত নগদ সহায়তা বাবদ অর্থের পরিমান নির্ণয়পূর্বক প্রচলিত পদ্ধতিতে তাহাদের প্রধান কার্যালয়/প্রিন্সিপাল অফিস এর মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের একাউন্টস এন্ড বাজেটিং ডিপার্টমেন্টে প্রয়োজনীয় তহবিলের জন্য আবেদন করিবে ।

(ঙ) রপ্তানিমূখী দেশীয় বস্ত্রখাতে নগদ সহায়তা পরিশোধের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট এফ,ই সার্কুলার/সার্কুলার পত্রের প্রযোজ্য অপরাপর নির্দেশনা অপরিবর্তিত থাকিবে ।

(চ) অতিরিক্ত ৫% (পাঁচ শতাংশ) হারে নগদ সহায়তা সুবিধা ছাড়াও দ্বিতীয় প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় বস্ত্রখাতের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠান যাহাদের ক্যাপটিভ জেনারেটর নাই তাহারা চলতি অর্থ বছরে পরিশোধিত বিদ্যুৎ বিলের উপর ১০% (দশ শতাংশ) হারে অনুদান পাইবে যাহা জুন ৩০, ২০১০ পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে । আলোচ্য অনুদান প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বস্ত্রখাতের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের সংশ্লিষ্ট রপ্তানিকারকের পরিশোধিত বিদ্যুৎ বিলের দাবী সত্যায়িত অনুলিপিসহ সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের একাউন্টস এন্ড বাজেটিং ডিপার্টমেন্টে দাখিল করিবে । সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ ক্যাপটিভ জেনারেটর নাই মর্মে অংগীকার প্রদান করিবে যাহা বিজিএমইএ/বিকেএমইএ প্রত্যয়নকৃত হইতে হইবে ।

সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে এতদ্‌মর্মে অবহিতকরণের জন্য অনুরোধ জানানো যাইতেছে ।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(খন্দকার আব্দুস সেলিম)
মহাব্যবস্থাপক (চলতি দায়িত্বে)
ফোন ঃ ৭১২০৩৭৫